بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ওয়াজিফায়ে ত্বাইয়্যিবা

খানকা সিরাজিয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ওয়াজিফায়ে ত্বাইয়্যিবা

মুরশিদে আ'লা হযরত ডঃ সৈয়দ মুহাম্মদ আলী (রাহঃ)
(খানকা সিরাজিয়া, বনানী শরীফ, ঢাকা)

গায়েবানা রূহানী ফয়েজঃ

সাইয়্যেদি ওয়া মুরশেদী হজরত মাওলানা মৌলভী
আবুল খলিল খান মুহাম্মদ সাহেব—সাজ্জাদানাসীন
খানকা সিরাজিয়া, কুন্দিয়ান শরীফ।

অফিস
খানকা সিরাজিয়া ব্যবস্থাপনা কমিটি
বাড়ী নং ১০৯, সড়ক নং ৯/এ (পুরাতন – ১৯)
ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা
ফোন – ৩১৪৩৪৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

খানকা সিরাজিয়া

ক্বাইয়্যুমে জমাঁ কুত্‌বে দাওরাঁ মাহবুবে রাব্বিল আলামীন
হজরত মাওলানা আবু সা'দ আহমাদ (রাহঃ)

নায়েবে ক্বাইয়্যুমে জমাঁ কুত্‌বে দাওরাঁ
হজরত মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ (রাহঃ)

আলা হযরত মুরশিদে আ'লা
হজরত ফকীর ডঃ সৈয়দ মুহাম্মদ আলী (রাহঃ)

সাজ্জাদানাসীন কেবলা ও কা'বা –
হজরত মাওলানা ফকীর আবুল খলিল খান মুহাম্মদ
মাদ্দা জিল্লুহুমুল আলী – কুন্দিয়ান শরীফ।

২৯৬, আন্তর্জাতিক
বিমান বন্দর সড়ক,
বনানী,
ঢাকা–১২১৩
ফোন – ৬০৫৪৯৮

বাড়ী নং ১০৯,
সড়ক নং ৯/এ (পুরাতন ১৯)
এলাকা, ঢাকা
ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা
ঢাকা
ফোনঃ ৩১৪৩৪৫

১৪/২১, পল্লবী, মীরপুর
ঢাকা – ১২১৬
আমীর নগর
(তেঘরিয়া) রাজনগর,
সিরাজদিখান,
মুন্সীগঞ্জ।

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা
কর্মসূচী	–	–	৯
হেফজে কুরআন শাখা	–	–	৯
প্রাথমিক শিক্ষা শাখা	–	–	৯
তফছীর–ই কুরআন শাখা	–	–	৯
রুহানী দরছ শাখা	–	–	১০
জিকির আজকার শাখা	–	–	১০
সেবামূলক কর্মসূচী	–	–	১০
হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয়	–	–	১০
সিরাজিয়া ক্লিনিক	–	–	১০
এতিমখানা	–	–	১০
কারীগরি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট	–	–	১০
মসজিদে কুন্দিয়ান	–	–	১১
আদালতে আলীয়া	–	–	১১
খানকা সিরাজিয়ার শাখা	–	–	১১
নামাযের ফযিলত	–	–	১২
মসজিদের আহকাম	–	–	১৩
স্ত্রীলোকের নামাযের হুকুম	–	–	১৫
ছালাতুত্তাছবিহের নামাজ আদায় করার নিয়ম		–	১৬
সাজরাহ্–ই–ত্বাইয়্যিবা	–	–	১৭
তরীকাহ্–ই ইছমে জাত	–	–	২২
খতমে মোজাদ্দেদিয়া	–	–	২২

বিষয়			পৃষ্ঠা
দোয়ায়ে হিজবুল বাহার	–	–	২৩
জিকির আজকার	–	–	৩৪
আস্তাগফার	–	–	৩৪
মুনাজাত	–	–	৩৪
জিকির	–	–	৩৫
সুরা আলাক্ব	–	–	৩৬
দরূদে পাক, তরীকাহ্-ই-ফাতিহা	–	–	৩৬
ফাতিহা-ই মুরশিদে আ'লা	–	–	৩৭
সমস্ত উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য দোয়া	–	–	৩৮
তরীকাহ-ই তাজদীদে বায়েত	–	–	৩৮
কতিপয় আমল	–	–	৩৯
খতমে খাজেগানে নক্শে বন্দিয়া (রাঃ)		–	৪০
খতমে খাজা মোহাম্মদ মাছুম, (রাঃ)	–	–	৪১
খতমে বা শাহ গোলাম আলী দেহলভী (রাঃ)		–	৪১
খতমে দোস্ত মোহাম্মদ কান্দাহারী (রাঃ)		–	৪১
খতমে খাজা মোহাম্মদ ওছমান (রাঃ)		–	৪১
ছুরা ইয়াছিন, ছুরা ওয়াকিয়া ও ছুরা মুলকের খাছিয়াত		–	৪২
মছিবত ও যাদুর হাত হইতে রক্ষার আমল		–	৪২
কতিপয় ঘোষণা	–	–	৪৩
ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের গুরুত্ব	–	–	৪৪
নবী করীম (ছাঃ)-এর আহ্ওয়াল	–	–	৪৫
নবী করীম (ছাঃ)-এর আহ্ওয়াল	–	–	৪৭

আরজ

'আনা আওয়ালুন' এর সমাপ্তি এবং ১৪০১ হিজরীর প্রারম্ভে 'আনা আখেরুন' এর জামানা শুরু হইয়াছে। 'আনা আখেরুন' এর জামানায় খলিফাতুল্লাহ্ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম কর্তৃক মানবজাতির মধ্যে সকল বিবাদ-বিসংবাদ, বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার অবসানে একটিমাত্র মিল্লাত প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং সমগ্র সৃষ্টজগৎ একই কেন্দ্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিবে। পবিত্র কুর'আনের নূরের সাবলীল বিকাশের মাধ্যমে দৃশ্যমানরূপে মিথ্যার বিলুপ্তি এবং সত্যের প্রতিষ্ঠা হইবে। এই মহান কর্মসম্পাদনের লক্ষ্য অর্জন করিতে হইলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন পবিত্র কুর'আনের প্রকৃত নির্যাস পূর্ণমনোনিবেশের সঙ্গে আহরণ করা, এই জ্ঞান ও শিক্ষা এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ আঃ) সাল্লামের পবিত্র জীবনদর্শন, আইনমালা ও বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে সৃষ্টজগতকে সঠিক ভাবে অবহিত করা এবং বাস্তবক্ষেত্রে তাহার অনুশীলন, প্রতিফলন ও বাস্তবায়ন করা। অনুসন্ধিৎসার আলোকে সমগ্র বিশ্ববাসীকে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ আঃ) সাল্লামের ঝান্ডার নীচে সমবেত করার লক্ষ্যে মাদ্রাসা-ই সিদ্দিকে আকবর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং আলিফ-মিম-রা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই সঙ্গে সম্পৃক্ত হইবে আর্তমানবতার সেবা ও শুশ্রূষা এবং তাহার জন্য সার্বক্ষণিক আরোগ্যালয় ও শুশ্রূষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে দাতব্য চিকিৎসালয় চালু করা হইয়াছে। আরো চালু করা হইয়াছে এতিমখানা, কারিগরি শিক্ষায়তন, ইত্যাদি।

১৪০১ হিজরীর প্রথম জুম্মারাতের ফাতেহায় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ আঃ) সাল্লামের ঝান্ডার নীচে জমায়েত হওয়ার জন্যে আলা হযরত মুরশিদে আলা বিশ্ববাসীর প্রতি আহবান জানান এবং অতঃপর বারবার এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে, নির্দ্ধারিত সময়কাল উত্তীর্ণ হইবার পর এই ঝান্ডার বাহিরে অবস্থানকারীদের বাঁচিবার কোন পথ থাকিবেনা। আলা হযরত মুরশিদে আলার এই আহবানকে বিশ্বের প্রত্যন্ত সীমা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দেওয়া, 'আনা আখেরুন' এর মহান কর্মসম্পাদনে নির্বাহী ভূমিকা পালন করা এবং জ্ঞানার্জন, সেবা, অনুশীলন

ও বাস্তবায়ন এর ভিত্তিতে খানকা সিরাজিয়া আদালতে আলীয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 'আনা আখেরুন' এর মহান কর্মসম্পাদনের গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য 'আদালতে আলীয়ার' সকল সদস্যের যে জাগতিক ও রূহানী প্রস্তুতির প্রয়োজন তাহারই কর্মসূচী এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হইল।

আরজ গোজার –

খানকা সিরাজিয়া ব্যবস্থাপনা কমিটি

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

ইয়া আমীর- আল্লাহু আকবার

কর্মসূচী

পাক আল্লাহ পাকের অশেষ অনুগ্রহ ও করুণার ফলে খান্‌কাহ সিরাজিয়া আধ্যাত্মিক ও পার্থিব উভয় প্রকার শিক্ষা ব্যবস্থা সম্প্রসারণের কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছে। সারা বিশ্বকে জনাব রাসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর ঝান্ডার নীচে সমবেত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে "মাদ্রাসা-ই সিদ্দিক আকবার" এবং উচ্চতর শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইবে - "আলীফ, মীম, রা" বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে শিক্ষার পাঁচটি শাখা চালু রহিয়াছে ঃ (ক) হেফ্‌জে কোরআন, (খ) প্রাথমিক তালীম, (গ) তফ্‌সির-ই কুরআন, (ঘ) রূহানী দরছ এবং (ঙ) জিকির আজ্‌কার।

হেফজে কোরআন শাখা ঃ ইহাতে একজন হাফেজ ক্বারী কতিপয় ছেলেকে কোরআন শরীফ হেফ্‌জ করাইতেছেন।

প্রাথমিক শিক্ষা শাখা ঃ ইহাতে ছাত্রদিগকে বাংলা, অঙ্ক, ইংরেজী, উর্দূ, আরবী ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এই স্তরে ঈমান, নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাতের বিবরণ এবং প্রয়োজনীয় বিষয়াবলীও পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত করা হইয়াছে।

তফসির-ই কুরআন শাখা ঃ ইহাতে পবিত্র কুরআনের অর্থ ও অন্তর্নিহিত হাকীকত পাঠ্যসূচীর আওতায় আনা হইয়াছে যাহাতে সকলের জন্য পবিত্র কুরআনকে বুঝা সহজ ও সুগম হয়।

রূহানী দরছ শাখা ঃ – ইহাতে এলমে মা'রেফাতের সহীহ দরস দেওয়া হয়। "আনা আখেরুন" এর আমলে রূহানী শক্তির যে পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটিবে, ইহা তাহারই পথ নির্দেশনা দান করিতেছে।

জিকির আজকার শাখা ঃ খানকা শরীফে সপ্তাহের প্রত্যেক দিন ও বিশেষ করিয়া বৃহস্পতিবারে জিকির আজকার, দোয়া, এস্তেগফার ও নিয়মিত মোনাজাত করা হয়।

সেবামূলক কর্মসূচী ঃ খানকা সিরাজিয়ায় জনসেবার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা চালু রহিয়াছে।

(ক) **হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয় ঃ** ইহাতে গরীব ও দুঃস্থ রোগীদিগকে বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা রহিয়াছে।

(খ) **সিরাজিয়া ক্লিনিক ঃ** ইহাতে এ্যালোপ্যাথিক ও দন্ত চিকিৎসার ক্ষেত্রে গরীব ও অসহায় রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধপত্র বিতরণ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দান করা হয়। দুইজন অভিজ্ঞ ডাক্তার উপরোক্ত শাখা দুইটি পরিচালনা করেন। চিকিৎসা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান দুইটির পরিপূর্ণতার জন্য একটি বৃহৎ হাসপাতাল নির্মাণ করা হইবে।

(গ) **এতিমখানা ঃ** এতিম বালকদের লালন-পালন ও পড়াশোনার জন্য মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার অন্তর্গত আমীরনগর (তেঘরিয়া) কমপ্লেক্স একটি পাকা দালানে এতিমখানা চালু করা হইয়াছে।

(ঘ) **কারীগরি ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট ঃ** এলাকাবাসী বালকদের, বিশেষ করিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানার বালকদের স্বাবলম্বী করিয়া গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে আমীরনগর কমপ্লেক্স একটি কারিগরি ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

(ঙ) **মসজিদে কুন্দিয়ান ঃ** আমীরনগর কমপ্লেক্সের প্রধার আকর্ষণ মসজিতে কুন্দিয়ান। ১৫,০০০ - (পনের হাজার) মুসুল্লির একসাথে নামাজ আদায়ের উপযুক্ত এই বিরাট মসজিদের নির্মাণ কার্য অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। ভবিষ্যতে মসজিদ আরও সম্প্রসারিত করার ব্যবস্থা থাকিবে। আনা আখেরুনের প্রথম মসজিদ হিসাবে এই মসজিদের মরতবা অপরিসীম।

আদালতে আলীয়া ঃ খানকা সিরাজিয়া আলীয়াতে জনজীবনের বিভিন্ন সমস্যা, ব্যাধি ইত্যাদির সুষ্ঠু সমাধান ও নিরাময়ের নির্দেশনা যে শাখা হইতে প্রদান করা হয় –ইহা আদালতে আলীয়া নামে খ্যাত। এই আদালতের শাখা অচিরেই বিশ্বের বহুস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইতে যাইতেছে।

খানকা সিরাজিয়ার শাখা ঃ খানকা সিরাজিয়ার প্রাণকেন্দ্র কুন্দিয়ান শরীফের অনুকরণে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ইহার শাখা প্রতিষ্ঠিত হইবে। বাংলাদেশের কতিপয় জেলায় ইহার ক্ষুদ্র–বৃহৎ শাখা রহিয়াছে। অচিরে আরও শাখা খোলা হইবে। তম্মধ্যে ঢাকা মহানগরীর বাড়ী নং ১০৯, রোড নং ৯–এ (পুরাতন ১৯), ধানমন্ডি–আ/এ ঢাকা, খানকা শরীফে ও ১৪/২১, মীরপুর পল্লবীস্থ খানকা শরীফে নিয়মিত দরসের কাজ চলিতেছে।

নামাযের ফজিলত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন – যে ব্যক্তি নামাযের পাবন্দ হয় আল্লাহ পাক তাকে পাঁচ প্রকার সম্মান দান করেন।

১। তার রিযিকের সংকীর্ণতা দূর করে দেয়া হয়।

২। তার করব আযাব মাফ করা হয়।

৩। রোজ কেয়ামতে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে।

৪। সে বিজলীর মত পুলসেরাত পার হয়ে যাবে।

৫। এবং সে হিসাব দেওয়া থেকে নিরাপদে থাকবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, – যখন তোমাদের সন্তান–সন্ততীর বয়স ৭ বৎসর হইবে তখন তাদেরকে নামায আদায় পদ্ধতি শিক্ষা দিবে এবং তাদের বয়স ১০ বৎসরে উপনীত হইলে প্রহার করিয়া হইলেও তাদেরকে নামায পড়াইতে হইবে।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে নামায আদায় করা ও ইত্যাকার আযাব হইতে বাঁচিয়া থাকার তাওফীক দান করুন, আমীন।

মসজিদের আহকাম

মসজিদে প্রবেশ করার নিয়ম ঃ

যখন নামাজী মসজিদে প্রবেশ করিবে, তখন বা পায়ের জুতা খুলিয়া জুতার উপর দাঁড়াইবে এবং ডান পায়ের জুতা খুলিয়া ডান পা মসজিদে রাখিয়া পড়িবে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ - اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ -

বিছমিল্লাহি ওয়াছ সাল্লামু আলা রাসুলিল্লাহ। আল্লাহুম্মাফ্ তাহ্লী আবওয়াবা রাহমাতিকা।

নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন –এই পৃথিবীতে আল্লাহর নিকট সকল স্থান হইতে উত্তম হইল মসজিদসমুহ। (মুসলিম)

মসজিদের সঙ্গে যাহারা মহব্বত রাখে আল্লাহ পাক তাহাদিগকে রোজকেয়ামতে আরশের ছায়ায় স্থান দান করিবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

মসজিদের মর্যাদা বিনষ্টকারী ও ধ্বংসকারী ব্যক্তি সবচেয়ে বড় জালেম। মসজিদে দুনিয়ার কথাবার্তা বলিলে নেক আমল এমনভাবে বিনষ্ট হইয়া যায়, যেমন আগুন কাঠকে জ্বালাইয়া দেয়। ময়লা আবর্জনা হইতে মসজিদগুলি পরিস্কার রাখিবে। (বুখারী ও মুসলিম)

পেয়াজ ও রসুন খাইয়া কেহ যেন মসজিদে প্রবেশ না করে। কেননা ইহাতে নামাজী ও ফেরেশতাদের অসুবিধা হয়। (বুখারী)

মসজিদে যুদ্ধ, ঝগড়া, শোর-গোল ও উচ্চবাক্য করিলে নেক আমল বরবাদ হইয়া যায়। এরজন্য কঠিন শাস্তি হইবে। বেআদব ব্যক্তি ইমাম হইতে পারে না। (আবু দাউদ)

কোন ব্যক্তি নামাজীর সামনে দিয়া যাওয়া অপেক্ষা একশত বৎসর দাঁড়াইয়া থাকা উত্তম। (ইবনে মাজাহ)

নামাজীর সামনে দিয়া যাওয়া অপেক্ষা মাটির নীচে ধ্বসিয়া যাওয়া উত্তম। (মুয়াত্বা ইমাম মালেক)

নামাজ এমন স্থানে পড়া উচিৎ যেন সামনে দিয়া কেউ না যায়, অন্যান্য নামাজীদের কষ্ট না হয়। যে ব্যক্তি ঠিকমত রুকু সেজদা করেনা তাহার নামাজ হয় না। (বুখারী)

যে ব্যক্তি ভালভাবে অজু করে না, ঠিকমত রুকু সেজদা করে না, তবে সে নামাজ আলোহীন অন্ধকারে থাকে। এবং বলে হে ব্যক্তি! তুমি ধ্বংস হও, যেমন আমাকে ধ্বংস করিয়াছ। তারপর সেই অন্ধকারময় নামাজ তাহার মুখে ছুড়িয়া দেওয়া হয়। (তিবরানী)

অজু করিয়া দৌড়াইয়া আসিয়া নামাজে শরীক হওয়া নিষেধ। (বুখারী)

বিনা প্রয়োজনে কাশি দেওয়া, গলা ঝাড়া দেওয়ার প্রাক্কালে দুই একটি অক্ষর উচ্চারিত হইয়া পড়িলে নামাজ ভঙ্গ হইয়া যায়। কিন্তু মজবুর হইলে দোষ নাই।

যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাজের পর ছুবাহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদু লিল্লাহ ৩৩ বার, আল্লাহু আকবার ৩৪ বার এবং কলেমা শাহাদত ১বার পাঠ করিবে, তাহার গুনাহ সমুদ্রের ফেনার মত অধিক হইলেও ক্ষমা করা হইবে। আর যে ব্যক্তি নামাজের পরে ১ বার আয়াতুল কুরছি পাঠ করিবে সে বেহেস্তে প্রবেশ করিবে। যখন নামাজী ব্যক্তি মসজিদ হইতে বাহির হইবে, তখন বাম পা প্রথমে রাখিবে। তারপর ডান পা বাহির করিয়া জুতা পরিধান করিবে এবং এই দোয়া পাঠ করিবে, "বিসমিল্লাহে ওয়া সালামু আলা রাসুলিল্লাহ আল্লা হুমা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাদলিকা ওয়া রাহমাতিকা' -

আর যদি মসজিদে প্রবেশ করিবার সময় এহতেকাফের নিয়ত করে তবে ইহার ছোয়াব পাইবে। অজু করার সময় মিসওয়াক করিয়া নামাজ আদায় করিলে সত্তর গুন সোয়াব পাইবে। মিসওয়াককারীর মৃত্যুর সময় কলেমা নসীব হইবে। জামাতে নামাজ আদায় করিলে সাতাইশ গুন সোয়াব পাইবে, দরুদ শরীফ পাঠকারীর আমল নামায় দশটি নেক লেখা হয়, দশটি গুনাহ ক্ষমা করা হয় এবং দশটি রহমত দেওয়া হয়। অধিক পরিমাণে দরুদ পাঠকারীকে আল্লাহ পাক সকল কাজে হেফাজত করেন।

স্ত্রী লোকের নামাযের হুকুম

মহিলা এবং পুরুষের নামাজের মধ্যে বিশটি প্রভেদ আছে। (১) পুরুষ তকবীর তাহরিমার সময় উভয় কানের লতী পর্যন্ত হাত উঠাইবে এবং মহিলা উভয় কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাইবে। (২) পুরুষ উভয় হাত ঢাকনা হইতে বাহিরে রাখিয়া হাত উত্তোলন করিবে কিন্তু মহিলা হস্তদ্বয় কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া রাখিবে। (৩) পুরুষ উভয় হাত কবজির উপরে রাখিয়া নাভীর নিচে হাত বাঁধিবে, এবং মহিলা ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখিবে। (৪) পুরুষ নাভীর নীচে হাত বাঁধিবে এবং মহিলা বুকের উপর হাত রাখিবে। (৫) পুরুষ রুকুতে বেশী ঝুঁকিবে এবং মহিলা অল্প ঝুঁকিবে। (৬) পুরুষ রুকুতে হাত আবদ্ধ করতঃ শক্ত করিয়া ধরিবে এবং মহিলা শক্ত করিবে না। (৭) পুরুষ রুকুতে উভয় হাত শক্ত করিয়া হাঁটুর উপর ধরিবে। মহিলা শক্ত করিয়া ধরিবে না। (৮) পুরুষ রুকুতে হাতের আঙ্গুল খোলা রাখিবে এবং মহিলা মিলাইয়া রাখিবে। (৯) পুরুষ রুকুর সময় হাঁটুদ্বয় সোজা রাখিবে এবং মহিলা কিছুটা ঝুঁকাইয়া রাখিবে। (১০) পুরুষ রুকুতে খোলা ভাবে থাকিবে এবং মহিলা নিজেকে সংকুচিত করিয়া রাখিবে। (১১) পুরুষ সেজদার সময় উভয় বগল খোলা রাখিবে এবং মহিলা মিলাইয়া রাখিবে। (১২) পুরুষ সেজদার সময় উভয় কনুই মাটি হইতে উপরে রাখিবে কিন্ত মহিলা কনুইদ্বয় বিছাইয়া দিবে। (১৩) পুরুষ ডান পা খাড়া করিয়া এবং বাম পা বিছাইয়া ইহার উপর বসিবে, কিন্তু মহিলা উভয় পা ডান দিকে রাখিয়া গাদীর উপর বসিবে। (১৪) পুরুষ বসা অবস্থায় আঙ্গুলগুলি স্বাভাবিক রাখিবে এবং মহিলা আঙ্গুলগুলি মিলাইয়া রাখিবে। (১৫) পুরুষ নামাজে থাকিয়া সুবহানাল্লাহ বলিয়া সামনে

যাতায়াতকারীকে বারণ করিবে এবং মহিলা হাতের উপর হাত মারিয়া বারণ করিবে। (১৬) পুরুষ মহিলাদের ইমাম হইতে পারিবে কিন্তু মহিলা পুরুষদের ইমাম হইতে পারিবে না। (১৭) পুরুষের জন্য জামাত ওয়াজেব কিন্তু মহিলাদের জন্য জামাত করা মাকরুহে তাহরীমা (১৮) পুরুষদের ইমাম সামনে খাড়া হইবে আর মহিলাদের ইমাম একই কাতারে দাঁড়াইবে ইহাও মাকরূহে তাহরীমা। (১৯) পুরুষের উপর জুমা ও ঈদের নামাজ ওয়াজিব, কিন্তু মেয়েদের জন্য নহে। (২০) পুরুষ লোকের পূর্ণ আলোকে ফজরের নামাজ পাঠ করা মুস্তাহাব কিন্তু মহিলাদের জন্য অন্ধকারে পাঠ করা মুস্তাহাব।

সালাতুত্তাসবীহের নামাজ আদায় করার নিয়ম :— এইনামাজযোহরের পূর্বে পড়া ভাল নতুবা রাত্রে কিংবা বিকালে নামাজ পড়া মাকরুহ ও হারাম সময় ছাড়া যখন ইচ্ছা তখনই পড়িতে পারে । এই চারি রাকাত নামাজ এক সালামে পড়িতে হয় ।

চারি রাকায়াত সালাতুত্তাস্‌বীহের নিয়ৎ –

উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা আর্‌ বায়া রাকায়াতি সালাতুতাসবিহে সুন্নাতু রাসুলিল্লাহে তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কায়াবাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

প্রথম রাকায়াতে সুরা কেরাতের পর ১৫ বার এই দোয়া পাঠ করিবে।
উচ্চারণ– সোবহানাল্লাহি ওয়ালা হামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।

তৎপর রুকুতে তাসবীহ পড়ার পরে ঐ দোয়া ১০ বার, রুকু হইতে দাঁড়াইয়া ১০ বার আবার প্রথম সেজদাতে তাসবীহ পড়ার পর ১০ বার, প্রথম সেজদা হইতে উঠিয়া ১০ বার, পুনঃ দ্বিতীয় সেজদাতে তাসবীহ পড়ার পর ১০ বার, আবার সেজদার পর বসিয়া ১০ বার পড়িবে। তারপর দ্বিতীয় রাকায়াতের জন্য দাঁড়াইবে। এই ভাবে প্রত্যেক রাকায়াতে ৭৫ বার করিয়া চারি রাকাতে মোট ৩০০ বার উক্ত দোয়া পড়িবে এবং যথারীতি নামাজ শেষ করিয়া সালাম ফিরাইবে।

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً

كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِى السَّمَاءِ۔

সাজরাহ্-ই ত্বাইয়্যিবা

ছিল্‌ছিলায়ে আলীয়া নক্‌শেবন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

খানকা সিরাজিয়া, কুন্দিয়ান শরীফ

সাজরাহ—ই ত্বাইয়্যিবা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

পড়িবার নিয়মঃ

সূর্য উঠার কিছু আগে ও অস্ত যাওয়ার কিছু পূর্বে ১ বার সুরা ফাতিহা বিসমিল্লাহ সহ পাঠ করিবে, তারপর তিনবার সূরা এখলাস (কুল হুয়াল্লাহুআহাদ) বিছমিল্লাহ সহ পাঠ করিবে। তারপর এই মোনাজাত করিতে হইবেঃ

এলাহুল আলামীন! এই খতম পাকের সাওয়াব পিরানে কেরাম ছিলছিলায়ে আলীয়া নক্‌শেবন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়া-এর আরওয়াহে পাকে হাদিয়া নজর করিলাম।

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

এলাহী বাহুরমতে শাফিউল্ মুজনাবীন রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

এলাহী বাহুরমতে খলিফায়ে রাসুলুল্লাহ হযরত আবুবকর ছিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

এলাহী বাহুরমতে সাহিবি রাসুল্লিল্লাহ হযরত সালমান ফারছি রাদিয়াল্লাহু তায়ালাআনহু।

এলাহী বাহুরমতে হযরত কাসিম বিন মোহাম্মদ বিন আবুবকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

এলাহী বাহুরমতে হযরত ইমাম জাফর সাদিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

এলাহী বাহুরমতে হযরত খাজা বায়েজিদ বোস্তামী রাহমাতুল্লাহু আলাইহি।

এলাহী বাহুরমতে হযরত খাজা আবুল হাসান খারকানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি।

এলাহী বাহুরমতে হযরত খাজা আবু আলী ফারমেদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি।

এলাহী বাহুরমতে হযরত খাজা ইউছুফ হামদানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি।

এলাহী বাহুরমতে হযরত খাজা আবদুল খালেক গেজদুয়ানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি।

এলাহী বাহুরমতে হযরত খাজা আরীফ রেওগরী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি।

এলাহী বাহুরমতে হযরত খাজা মাহমুদ আব খায়ের ফগনবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি।

এলাহী বাহুরমতে হযরত খাজা আজিজান আলী রামিতানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি।

এলাহী বাহুরমতে হযরত খাজা মুহাম্মদ বাবা সামছি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি।

এলাহী বাহুরমতে হযরত ছাইয়্যেদ মীর কেলাল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি।

এলাহী বাহুরমতে ইমামুত ত্বরিকা হযরত খাজা সাইয়্যেদ বাহাউদ্দিন নক্সবন্দ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি।

এলাহী বাহুরমতে হযরত খাজা আলাউদ্দিন আত্তার রাহমাতুল্লাহ আলাইহি।

এলাহী বাহুরমতে হযরত মাওলানা ইয়াকুব চরখী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি।

এলাহী বাহুরমতে হযরত খাজা ওবায়দুল্লাহ এহরার রাহমাতুল্লাহ আলাইহি।

এলাহী বাহুরমতে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ জাহেদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি।

এলাহী বাহুরমতে হযরত খাজা দরবেশ মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি।

এলাহী বাহুরমতে হযরত মাওলানা খাজা আম্ কানগী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি।

এলাহী বাহুরমতে হযরত খাজা মুহাম্মদ বাকি বিল্লাহ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি।

এলাহী বাহুরমতে হযরত ইমামে রব্বানী মোজাদ্দেদে আলফে ছানী শায়খ আহমদ ফারুকী সেরহিন্দী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি।

এলাহী বাহুরমতে আল্ ওরওয়াতুল বুছকা হযরত খাজা মুহাম্মদ মাসুম রাহমাতুল্লাহ আলাইহি।

এলাহী বাহুরমতে সুলতানুল আউলিয়া হযরত শায়খ ছাইফউদ্দিন রাহমাতুল্লাহ আলাইহি।

এলাহী বাহুরমতে হযরত সাইয়্যেদ নুর মুহাম্মদ বাদাউনী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি।

এলাহী বাহুরমতে হযরত মীর্জা মাজহার জান জানান শহীদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি।

এলাহী বাহুরমতে হযরত মাওলানা ওয়া সাইয়েদিনা আবদুল্লাহ আল মারুফ বাশাহ গোলাম আলী দেহলভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি।

এলাহী বাহুরমতে হযরত শাহ আবু সাঈদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি।

এলাহী বাহুরমতে হযরত শাহ আহমদ সাঈদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি।

এলাহী বাহুরমতে হযরত হাজী দোস্ত মুহাম্মদ কান্দাহারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি।

এলাহী বাহুরমতে হযরত খাজা মুহাম্মদ ওসমান রাহমাতুল্লাহ আলাইহি।

এলাহী বাহুরমতে কাইয়্যুমে জমী হযরত খাজা হাজী মুহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন রাহমাতুল্লাহ আলাইহি।

এলাহী বাহুরমতে কাইয়্যুমে জমী কুতুবে দাওরী মাহবুবে রাব্বুল আলামীন হযরত মাওলানা ওয়া সাইয়্যিদানা আবু সা'দ আহমদ খান রাহমাতুল্লাহ আলাইহি।

এলাহী বাহুরমতে নায়েবে কাইয়ুমে জমী কুত্ববে দাওরী হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি।

এলাহী বাহুরমতে নায়েবে কাইয়্যুমে জমী কুত্ববে দাওরী হযরত মাওলানা আবুল খলীল খান মুহাম্মদ আফিয়ান বর ফকীর হাকীর খাক পায়ে বুজুরগান্ লা-শাই মিছকীন মায় বেরাদরে তরীকা ... ...

তরীকাহ—ই ইছমে জাত

আস্তাগাফরুল্লাহা রাব্বি মিন্‌কুল্লি জাম্বিও ওয়া আতুবু ইলাইহি –২৫ বার
সুরা ফাতিহা, বিসমিল্লাহ সহ – – ১বার।
সুরা এখলাস, বিসমিল্লাহ সহ – – ৩বার।

এলাহুল আলামীন। এই খতমে পাকের সাওয়াব পিরানে কেরাম ছিলছিলায়ে আলীয়া নক্‌সবন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়া এর আরওয়াহে পাকে হাদিয়া নজর করিলাম।

জিহ্‌বা তালুর সাথে ঠেকাইয়া চক্ষু বন্ধ করতঃ প্রশান্ত ও একনিষ্ঠ ভাবে সমস্ত চিন্তা ভুলিয়া কলব হইতে আল্লাহু আল্লাহু ধ্বনি হইতেছে,ধ্যানমগ্নভাবে তাহা শ্রবণ করিতে হইবে এবং সেই মুহূর্তে মনে করিতে হইবে যে আল্লাহর আরশ হইতে সরাসরি আল্লাহর নুর মস্তিষ্কের ভিতরে প্রবেশ করিতেছে।

(এমন সময় মনের ভিতর হইতে বলিতে থাকিবে, হে আল্লাহ! আমি আপনাকে চাই, আপনি আমার প্রতি হামেশা রাজী থাকুন, আপনি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন এবং আপনার মহব্বত ও মারেফাতে আমাকে বহাল করুন।) এইভাবে চব্বিশ হাজার বার এই জিকির করিবে।

খতমে মোজাদ্দেদিয়া

দরূদে পাক – ১০০বার।
লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ ৫০০বার।
দরূদে পাক – ১০০বার।
সুরা ফাতিহা বিছমিল্লাহ সহ – ১বার।
সূরা এখলাছ বিসমিল্লাহ সহ – ৩বার।

মোনাজাতঃ– এলাহুল আলামীন। এই খতম পাকের সাওয়াব হযরত ইমামে রব্বানী মোজাদ্দেদে আলফে ছানী শায়খ আহমদ ফারুকী সেরহিন্দী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি – এর রূহে পাকে হাদিয়া নজর করিলাম। (তারপর নিজের মনোবাসনা পূরনের জন্য দোয়া করিবে। এই খতম পড়িলে পরিবারের সকলের দুঃখ পরিত্রান হইবে।)

بسم الله الرحمن الرحيم

نسخۂ صحیحۂ

بمطابق اجازت حضرت خلیفۂ قیوم زمان سیدنا و مرشدنا
مولینا مولوی محمد عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ

دعائے حزب البحر

দোয়ায়ে হিজবুল বাহার

بارشاد مقدسہ

حضرت سیدی و مرشدی مولینا مولوی
فقیر ابو الخلیل خان محمد صاحب مد اللہ ظلہم العالی
خانقاہ سراجیہ مجددیہ کندیان ضلع میانوالی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

يَا عَلِيُّ يَا عَظِيْمُ يَا حَلِيْمُ يَا عَلِيْمُ اَنْتَ

ইয়া আলিইয়ু ইয়া আজীমু ইয়া হালীমু ইয়া আলীমু আন্‌তা

رَبِّيْ وَعِلْمُكَ حَسْبِيْ نِعْمَ الرَّبُّ رَبِّيْ وَنِعْمَ

রাব্বী ওয়াইল্‌মুকা হাছবী ফানিমার্‌ রাব্বু রাব্বী ওয়া নি'মাল

الْعِلْمُ حَسْبِيْ - تَنْصُرُ مَنْ تَشَاءُ وَاَنْتَ الْعَزِيْزُ

হাছবু হাছবী, তানছুরু মান তাশাউ ওয়া আন্‌তাল্‌ আযীযুর

الرَّحِيْمُ ۝ نَسْئَلُكَ الْعِصْمَةَ فِي الْحَرَكَاتِ وَ

রাহীমু। নাছআলুকাল্‌ ইছ্‌মাতা ফিল্‌ হারাকাতি ওয়াছ্‌

السَّكَنَاتِ وَالْكَلِمَاتِ وَالْاِرَادَاتِ وَالْخَطَرَاتِ

ছাকানাতি ওয়াল কালিমাতি ওয়াল ইরাদাতি ওয়াল খাত্বারাতি

مِنَ الشُّكُوْكِ وَالظُّنُوْنِ وَالْاَوْهَامِ السَّاتِرَةِ

মিনাশ শুকুকি ওয়াজ জুন্‌নি ওয়াল্‌ আও হামিছ ছাতিরাতি

لِلْقُلُوْبِ مِنْ مُطَالَعَةِ الْغُيُوْبِ وَقَدِ ابْتُلِيَ

লিল্‌ কুলুবি আম্‌মুত্বালায়াতিল গুয়ুবি ফাকাদিব তুলিয়াল

الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا وَّاِذْ

মু'মিনুনা ওয়া যুলযিলু যিল্‌যালান্‌ শাদীদাও ওয়া ইজ

يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ

ইয়াকুলুল্‌ মুনাফিকুনা ওয়াল্লাজীনা ফী কুলুবিহিম মারাদুম্‌

مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اِلَّا غُرُوْرًا ۝ فَثَبِّتْنَا

মা ওয়াদানাল্লাহু ওয়া রাছুলুহু ইল্লা গুরূরা। ফাছাব্বিত্‌না

وَانْصُرْنَا وَسَخِّرْلَنَا هٰذَا الْبَحْرَ كَمَا سَخَّرْتَ

ওয়ানছুর্‌না ওয়া ছাখ্‌খির লানা হাজাল বাহ্‌রা কামা ছাখ্‌খারতাল্‌

الْبَحْرَ لِمُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ. وَسَخَّرْتَ النَّارَ

বাহ্‌রা লিমূছা আলাইহিছ্‌ ছালামু, ওয়া ছাখ্‌খারতান্নারা

لِاِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. وَسَخَّرْتَ الْجِبَالَ

লিইবরাহীমা আলাইহিছ্‌ ছালামু, ওয়া ছাখ্‌খারতাল জিবালা

وَالْحَدِيْدَ لِدَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. وَسَخَّرْتَ

ওয়াল হাদীদা লেদাউদা আলাইহিছ ছালামু, ওয়া ছাখ্‌খারতার

الرِّيْحَ وَالشَّيٰطِيْنَ وَالْجِنَّ لِسُلَيْمٰنَ عَلَيْهِ

রীহা ওয়াশ্‌ শাইয়াত্বীনা ওয়াল জিন্না লিছুলাইমানা আলাই

السَّلَامُ. وَسَخِّرْ لَنَا كُلَّ بَحْرٍ هُوَ لَكَ

হিছ ছালাম। ওয়া ছাখ্‌খির লানা কুল্লা বাহ্‌রিন হুয়া লাকা

فِى الْاَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَالْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ

ফিল্ আরদি ওয়াছ ছামায়ি ওয়াল মুলকি ওয়াল ছালাকুতি

وَبَحْرَ الدُّنْيَا وَبَحْرَ الْاٰخِرَةِ - وَسَخِّرْ

ওয়া বাহ্‌রাদ দুন্‌ইয়া ওয়া বাহ্‌রাল আখিরাতি। ওয়া ছাখ্‌খির

لَنَا كُلَّ شَيْءٍ يَّا مَنْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ

লানা কুল্লা শাইয়িন ইয়া মাম বিইয়াদিহি মালাকুতু কুল্লি

شَيْءٍ ۝ (اس کے بعد تین مرتبہ) کٓھٰیٰعٓصٓ

শাইইন। (ইহার পর তিন বার) কাফ-হা-ইয়া-আইন-ছোয়াদ

پڑھے (اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند کرنی

পড়ুন এবং দুই হাতের আঙ্গুলগুলি বন্ধ করিতে আরম্ভ

شروع کرے "ک" پر خنصر "ھ" پر بنصر "ی" پر وسطے

করুন "কাফ" পড়ে কনিষ্ঠা "হা' পড়ে দ্বিতীয়া "ইয়া" পড়ে মধ্যমা

"ع" پر سبابہ "ص" پر ابہام - دوسری مرتبہ

"আইন" পড়ে তর্জনী "সোয়াদ" পড়ে বৃদ্ধা, দ্বিতীয় বার

کھولنی شروع کرے اور سب سے پہلے "ک" پر ابہام

খুলিতে আরম্ভ করুন এবং সর্বপ্রথম "কাফ" পড়ে বৃদ্ধাকে

کھولے "ھ" پر سبابہ "ی" پر وسطی "ع" پر

খোলেন "হা" পড়ে তর্জনী "ইয়া" পড়ে মধ্যমা "আইন" পড়ে

بنصر اور "ص" پر خنصر پھر اسی طرح تیسری

দ্বিতীয়া এবং "সোয়াদ" পড়ে কনিষ্ঠা। আবার ঐরকম তৃতীয়

مرتبہ بترتیب بالا انگلیاں بند کرلے - اُنْصُرْنَا

বার তরতিবের সাথে ঐ আঙ্গুলগুলি বন্ধ করুন। উন্‌ছুরনা

فَانَّكَ خَيْرُ النَّاصِرِيْنَ (ছুর ابهام كهولے) وَافْتَحْ

ফাইন্নাকা খাইরুন্নাছেরীনা (পড়ে বৃদ্ধাঙ্গুলী খুলুন) ওয়াফ্‌তাহ্‌

لَنَا فَانَّكَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ (ছুর سبابه كهولے) . وَاغْفِرْ

লানা ফাইন্নাকা খাইরুল ফাতিহীন। (তর্জনী খুলুন) ওয়াগফির

لَنَا فَانَّكَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ ٥ (وسطے كهولے) وَ

লানা ফাইন্নাকা খাইরুল গাফেরীন। (মধ্যমা খুলুন) ওয়ার

ارْحَمْنَا فَانَّكَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ (بنصر كهولے) و

হামনা ফাইন্নাকা খাইরুর রাহিমীন (দ্বিতীয়া খুলুন) ওয়ার

ارْزُقْنَا فَانَّكَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ و خنصر كهولے) وَاهْدِنَا

যুকনা ফাইন্নাকা খাইরুর রাজিকীনা (কনিষ্ঠা খুলুন) ওয়াহ্‌দিনা

وَنَجِّنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ - وَهَبْ لَنَا رِيْحًا طَيِّبَةً

ওয়া নাজ্জিনা মিনাল কাওমিজ্‌ জোয়ালিমিনা। ওয়া হাব লানা রীহান ত্বায়্যিবাতান্‌

كَمَا هِيَ فِيْ عِلْمِكَ - وَانْشُرْهَا عَلَيْنَا مِنْ

কামা হিয়া ফী ইলমিকা ওয়ান্‌ শুরহা আলাইনা মিন

خَزَائِنِ رَحْمَتِكَ وَاحْمِلْنَا بِهَا حَمْلَ الْكَرَامَةِ مَعَ

খাজায়িনি রাহমাতিকা ওয়াহ্‌ মিলনা বিহা হামলাল কারামাতি মাআহু

ছালামাতি

اَلسَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

ওয়াল আফিইয়াতি ফিদ্দিনি ওয়াদ্দুনিয়া ওয়াল আখেরাতি

اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ اَللّٰهُمَّ يَسِّرْلَنَا اُمُوْرَنَا

ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। আল্লাহুম্মা ইয়াছ্ছির লানা উমূরানা

مَعَ الرَّاحَةِ لِقُلُوْبِنَا وَاَبْدَانِنَا وَالسَّلَامَةِ وَالْعَافِيَةِ

মাআর রাহাতি লিকুলুবিনা ওয়া আবদানিনা ওয়াছ ছালামাতি ওয়াল আফিইয়াতি

فِىْ دِيْنِنَا وَدُنْيَانَا وَكُنْ لَّنَا صَاحِبًا فِىْ

ফী দীনিনা ওয়া দুন্ইয়ানা ওয়া কুল্লানা ছাহিবান ফী

سَفَرِنَا وَخَلِيْفَةً فِىْ اَهْلِنَا وَاطْمِسْ عَلٰى

ছাফারিনা ওয়া খালিফাতান্ ফী আহ্লিনা ওয়াত্ব মিছ আলা

وُجُوْهِ اَعْدَائِنَا وَامْسَخْهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَلَا

উজুহি আদায়িনা ওয়াম্ছাখ্ হুম আলা মাকানাতিহিম ফালা

يَسْتَطِيْعُوْنَ الْمُضِىَّ وَلَا الْمَجِىْءَ اِلَيْنَا - وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا

ইয়াছতাত্বীউনাল মুদিইয়া ওয়া লাল মাজীয়া ইলাইনা, ওয়া লাওনাশাউ লাতামাছ্না

عَلٰى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ

আলা আ'ইয়ুনিহিম ফাছ্তাবাক্বু ছ ছিরাত্বা ফা আন্না ইউবছিরূন। ওয়া

وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا

লাউ নাশাউ লামাছাখ নাহুম আলা মাকানাতিহিম ফামাছ

اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَّلَا يَرْجِعُوْنَ ۝ يٰسٓ ۝ وَ

তাতাউ মুদিইয়াও ওয়ালা ইয়ারজিউন। ইয়াছীন। ওয়াল

الْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۝ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

কুর্‌আনিল হাকীম। ইন্নাকা লা'মিনাল মুরছালীন। আলা

عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝ تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۝

ছিরাতিম মোস্তাকিম। তানজীলুল আযীযির রাহীম।

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ۝

লিতুন্‌জিরা কাওমাম্‌ মা উনজিরা আবাউহুম ফাহুম গাফিলুন।

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا

লাকাদ হাক্কাল কাওলু আলা আক্‌ছারিহিম ফাহুম লা

يُؤْمِنُوْنَ ۝ اِنَّا جَعَلْنَا فِىْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا

ইয়ুমিনুন। ইন্না জাআল্‌না ফী আ'নাকিহিম আগ্‌লালান্‌

فَهِىَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ۝ وَجَعَلْنَا

ফাহিয়া ইলাল্‌ আজকানি ফাহুম্‌ মুকমাহুন। ওয়া জাআল্‌না

مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ

মিম বাইনি আইদীহিম ছাদ্দাও ওয়া মিন খালফিহিম

سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ۝ شَاهِدٰتٌ

ছাদ্দান ফাআগ্‌শাইনাহুম ফাহুম লা ইয়ুবছিরুন। শাহাতিল

الْوُجُوْهُ [تین مرتبہ پڑھے] ۔ اور دائیں ہاتھ کی

উজুহ [তিনবার বার পড়ুন] এবং ডাইন হাতের তাল

ہتھیلیاں اور سبابہ اور بنصر کے سروں کو

এবং তর্জনী এবং কনিষ্ঠার মাথাকে

[آہستہ آہستہ تین مرتبہ زمین پر مارے]

আস্তে আস্তে তিন বার মাটির উপরে মারুন]

وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ وَقَدْ خَابَ مَنْ

ওয়া আনাতিল্ উজুহু লিল হাইয়িল্ কাইয়ুমি ওয়া কাদ খাবা মান্

حَمَلَ ظُلْمًا ۝ طٰسٓ ۝ (تین بار) حٰمٓ عٓسٓقٓ ۝

হামালা জুলমান্। ত্বাছিন। (তিন বার) হা-মিম-আইন-ছিন-কাফ

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ۝ بَيْنَهُمَا

মারাজাল বাহরাইনি ইয়ালতাক্বিয়ান। বাইনাহুমা

بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ ۝ حٰمٓ (سر سے سامنے کی

বারযাখুল লাইয়াবগিয়ান। হা-মিম (মাথা দ্বারা সামনের

طرف اشارہ کرے) حٰمٓ (دائیں جانب) حٰمٓ (بائیں

দিকে ইশারা করুন) হা-মিম (ডাইন দিকে) হা-মিম (বাম দিকে)

جانب) حٰمٓ (پیچھے) حٰمٓ (نیچے کی طرف) حٰمٓ (اوپر

হা-মিম (পিছনের দিকে) হা-মিম (নিচের দিকে) হা-মিম (উপরে

آسمان کی طرف) حٰمٓ حٰمٓ الْاَمْرُ وَجَاءَ النَّصْرُ

আস্মানের দিকে) হা-মিম হোম্মাল আমরু ওয়া জাআন্নাছরু

فَعَلَيْنَا لَا يُنْصَرُوْنَ ۝ حٰمٓ ۝ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ

ফাআলাইনা লাইয়ুন ছারুন। হা-মিম তান্‌যীলুল কিতাবি

مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ

মিনাল্লাহিল আযীযিল আলীম। গাফিরিজ্জাম্বি ওয়া কাবিলিত্

التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ ط لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط

তাওবি শাদীদিল ইকাবি জিত্তাওলি লা ইলাহা ইল্লা হুয়া

اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ بَابُنَا تَبَارَكَ حِيْطَانُنَا

ইলাইহিল মাছীর। বিছমিল্লাহি বাবুনা তাবারাকা হীত্বানুনা

يٓسٓ سَقْفُنَا كٓهٰيٰعٓصٓ كِفَايَتُنَا حٰمٓ عٓسٓقٓ حِمَايَتُنَا

ইয়াছিন ছাকফুনা কাফ-হা-ইয়া-আইন-ছোয়াদ কিফাইয়াতুনা হা-মিম-

আইন-ছিন-কাফ হিমাইয়াতুনা

فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

ফাছাইয়াক্‌ফীকাহুমুল্লাহু ওয়া হুয়াছ ছামীউল আলীম।

(ثَلٰثَ بَارٍ) سِتْرُ الْعَرْشِ مَسْبُوْلٌ عَلَيْنَا وَعَلٰى

(তিন বার) ছিত্‌রুল আরশি মাছবুলুন আলাইনা ওয়া আইনু

اللّٰهِ نَاظِرَةٌ اِلَيْنَا بِحَوْلِ اللّٰهِ لَا يُقْدَرُ عَلَيْنَا وَاللّٰهُ

ল্লাহি নাজিরাতুন ইলাইনা বিহাওলিল্ লাহি লা ইয়ুকদারু আলাইনা ওয়াল্লাহু

مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ ۝ بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ

মিউ ওয়ারা ইহিম্ মুহীত্। বাল্হুয়া কোরআনুম্ মাজীদুন

فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ۝ (بعد اسکے تین بار) فَاللّٰهُ

ফী লাওহিম্ মাহ্ফুজ। (তারপর তিনবার) ফাল্লাহু

خَيْرٌ حٰفِظًا ط وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ (تین بار)

খাইরুন হিফ্জান ওয়া হুয়া আরহামুর রাহিমীনা (তিনবার)

اِنَّ وَلِيِّيَ اللّٰهُ الَّذِيْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ وَهُوَ

ইন্না ওয়ালিয়্যিয়া ইয়াল্লাহুল্লাজী নাজ্জালাল কিতাবা ওয়া হুয়া

يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ ۝ (سات بار) حَسْبِيَ اللّٰهُ

ইয়াতাওয়াল্লাহুছ ছালেহীন। (সাতবার) হাছবি ইয়াল্লাহু

لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ

লা ইলাহা ইল্লা হুয়া আলাইহি তাওয়াক্কাল্তু ওয়া হুয়া

রাব্বুল আরশিল্

الْعَظِيْمِ ۝ (تین بار) بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ

আজীম। (তিনবার) বিছমিল্লাহিল্লাজী লা ইয়াদ্দুরু মাআছমিহী

شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَهُوَ

শাইউন্ ফিল আরদি ওয়ালা ফিছ্ ছামায়ি ওয়া হুয়াছ

السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (তিন বার) اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ

ছামীউল আলীমু (তিনবার) আউজু বিকালিমা তিল্লাহিত্

التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (তিন বার) وَلَا حَوْلَ

তাম্মাতি মিন শার্‌রি মা খালাকা (তিনবার) ওয়ালা হাওলা

وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَ

ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল্ আলিয়্যিল আজীম, ওয়া

صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّ

ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলা খায়রি খাল্‌কিহী মোহাম্মাদিও ওয়া

اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا

আলিহী ওয়া আছহাবিহী আজমাঈনা বিরাহমাতিকা ইয়া

اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ٥

আরহামার্ রাহিমীনা।

জিকির—আজকার

১। **আস্তাগফার ঃ** আস্তাগফিরুল্লা হাল্লাজি লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইউমু ওয়াআতুবু ইলাইহি। (রাত্রে ঘুমাইবার পূর্বে একশত একবার পড়িতে হইবে)।

আস্তাগফার পড়ার ফযিলত ঃ বাহ্যিকভাবে দেহের ময়লা দূর করার জন্য যেরূপ গোসল বা ধৌত করা প্রয়োজন সেইরূপ অন্তরের কালিমা দূর করার জন্য এবং গোনাহ্ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এই আস্তাগফার পড়া অপরিহার্য্য। আল্লাহ পাকের সান্নিধ্য লাভের মানসে এবং আত্মশুদ্ধির জন্য তাই প্রত্যহ রাত্রে ঘুমাইবার পূর্বে ১০১ বার আস্তাগফার পড়িয়া ঘুমাইলে আত্মশুদ্ধি ছাড়াও আল্লাহ্ পাকের সান্নিধ্য লাভ হইবে।

২। **মুনাজাত ঃ** নিম্নোক্ত মুনাজাত সকল অবস্থাতে করা যাইতে পারে। ইহাতে আল্লাহ পাকের রেজামন্দি লাভ করা সহজ হয়।

(ক) হে আল্লাহ পাক আমরা আপরনারই বান্দা, আপনি আমাদের রক্ষা করুন। আমাদের মোর্শেদ এবং আকা জামেউল মা'রেফাতের অছিলা ও সদকায় আল্লাহ পাক আপনি আমাদিগকে আশ্রয় দিন। আল্লাহ পাক মুস্কিল আসান করুন। আল্লাহ পাক আপনিই রক্ষা করুন। আমরা সবাই আপনার কাছেই পানাহ চাই। আপনি আমাদের জন্য যাহা ভাল মনে করেন তাহাই যেন হয়– আমাদের উহা শিরোধার্য্য।

(খ) হে খোদা ওন্দ করিম! আপনি আমাদিগকে সমস্ত মুশকিলাত এবং মুছিবত হইতে বাঁচান। আপনি ছাড়া অন্য কেহই উহা হইতে বাঁচাইতে পারে না। ইয়া আল্লাহ পাক! আপনার শক্তি ও সামর্থ সকলের উপর সমভাবে প্রযোজ্য। আপনি রহম করুন। আমরা আপনার গোনাহগার বান্দা, আপনারই নিকট পানাহ চাই। আল্লাহ পাক আমাদিগকে বাঁচান। অছিলা আমাদের মোর্শেদ ও আকা আলা হযরত জামেউল মারেফাত, আপনি আমাদের উপর রহম ও করম নাজিল করুন– আল্লাহ পাক–আপনার দরবারে অগণিত ক্ষমা রহিয়াছে।

৩। জিকির ঃ

(ক) ইয়া আমীর। আল্লাহু আকবার

(অর্থাৎ হে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্! আপনি যে, আল্লাহর পরিচয় প্রদান করেছেন, তিনি মহান মর্যাদাও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী।) (যত বেশী ইচ্ছা পড়িতে পারেন)।

(খ) পাক আল্লাহ পাক–ইয়া আমীর

(অর্থাৎ হে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ! আপনি যে আল্লাহর পরিচয় প্রদান করেছেন। তিনি পবিত্র ও বেনিয়াজ)। (যত বেশী পড়িতে পারেন)

(গ) ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিয়ুন ”

(ঘ) সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম ”

(ঙ) সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা ”

(চ) সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি ”

(ছ) ইয়া আল্লাহ্ পাক, আওর আল্লাহু–আকবার ”

(জ) আল্লাহ আল্লাহ আওর আল্লাহ ”

(ঝ) আল্লাহু আকবার ”

(ঞ) আল্লাহ আল্লাহ আওর আল্লাহ আওর আল্লাহু আকবার ”

(ট) বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম–আল্হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। (দৈনিক ১০১ বার পড়িতে হইবে।)

(ঠ) বিস্মিল্লাহির্ রাহ্মানির্ রাহীম–ইয়্যাকা–না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তায়ীন। (দৈনিক ১০১ বার পড়িতে হইবে।)

(ড) আশ্হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াআলা কুল্লি সাইয়িন্ ক্বাদির। (যতবার ইচ্ছা পড়িতে পারেন।)

(ঢ) সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী, সুব্হানাল্লাহিল আজিমি ওয়া বিহাম্দিহী আসতাগ্ফিরুল্লাহ।

ফযিলত ঃ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে– এই কালাম শরীফ দিবা–রাতের যে কোন এক সময় ১০১ বার পাঠ করার সমতুল্য আর কোন একক আমল নাই, কারণ ইহা পাঠে আল্লাহ পাকের অগণিত শুকরিয়া আদায় করা হয়, যাহা অন্যান্য বহু আমলের শুক্রিয়া আদায়ের সমষ্টি।

(ণ) আল্লাহ পাক, আমরা গুনাহগারদের ওপর রহম ও করম করুন। (যতবার ইচ্ছা পড়িতে পারেন।)

৪। **সূরা আলাক্ব ঃ** বিছ্‌মিল্লা–হির্ রাহ্‌মা–নির্ রাহী–ম–। "ইক্বরা" বিছ্‌মি রাব্বিকাল্লাজি–খালাক্ব। খালাক্বাল ইন্‌ছা–না মিন্‌আলাক্। ইক্বরা ওয়া রাব্বুকাল্ আক্‌রাম। আল্লাজি–আল্লামা বিল্‌ক্বালাম। আল্লামাল্ ইন্‌ছা–না মা–লাম্ ইয়া'লাম। কাল্লা ইন্নাল্ ইন্‌ছা–না লাইয়াত্বগা। আর্‌রাআ–হুছ্ তাগ্বনা। ইন্না ইলা–রাব্বিকার্ রুজ্বআ– আরাআইতাল্লাজি ইয়ান্‌হা–। আব্‌দান্ ইজা–ছাল্লা। আরাআইতা ইন্ কা–না আলাল্ হুদা–। আউ আমারা বিত্তাক্বওয়া–। আরাআইতা ইন্‌কাজ্জাবা ওয়া তাওয়াল্লা–। আলাম্ ইয়া'লাম্ বি–আন্নাল্লা–হা ইয়ারা। কাল্লা লাইন্নাম্ ইয়ান্‌তাহি লানাছ্‌ফাআম্ বিন্না–ছিয়াহ্। নাছিয়াতিন্ কাজিবাতিন খাত্বিআহ্। ফাল্‌ইয়াদউ নাদিয়াহ্। ছানাদ্‌উজ্ জাবা–নিয়াহ্। কাল্লা–লা–তুত্বি'হু ওয়াছ্‌জুদ্ ওয়াক্বতারিব।" (সেজ্‌দা) (যতবার ইচ্ছা পড়িতে পারেন।)

৫। **দরূদে পাক ঃ** আল্লাহুম্মা সাল্লিয়ালা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদীও ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদীন আফ্‌দ্বালা সালাওয়াতিকা বি–আদাদি মালুমাতিকা ওয়া বারিক ওয়া সাল্লাম আলাইহি। (যতবার ইচ্ছা পড়িতে পারেন।)

৬। **ফাতিহা ঃ** আলা হযরত আমীরে মা'রেফাত–এর ফাতিহা সব সময় পড়িলে আল্লাহ পাক আপন ফজলে ও করমে সমস্ত বিপদ আপদ ও ঝামেলা মুক্ত করিয়া দিবেন।

তরিকা—এ—ফাতিহা ঃ

(ক) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম – তিনবার

(খ) আস্তাগফার (সম্পূর্ণ) – তিনবার

(গ) সুরা ফাতিহা– বিসমিল্লাহ্ সহ – একবার

সুরা ফাতিহা ঃ আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। আর্‌রাহ্‌মানির

রাহীম। মালিকি ইয়াউ মিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তায়ীন। ইহ্ দিনাছ্ ছিরাত্বাল মুস্তাক্বীম। ছিরাত্বাল্লাজিনা আনআমতা আলাইহিম। গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্বাল্লিন। (আমিন)

(ঘ) সুরা এখলাস বিসমিল্লাহ সহ – তিনবার

সূরা এখ্লাস ঃ কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ। আল্লাহুছ ছামাদ। লাম ইয়ালীদ ওয়ালাম ইউলাদ। ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

(ঙ) ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তায়ীন – তিনবার

মুনাজাত ঃ আল্লাহ পাক ইহার ছওয়াব আলা হযরত আমিরে মা'রেফাত – এর পাক বারগাহে হাদিয়া নজর করিলাম। আল্লাহ পাক জামেউল মা'রেফাত আলা হযরত এর অছিলায় (নিজের মনোবাসনা পূরণের ও বিপদ– আপদ ও ঝামেলা মুক্তির জন্য দোয়া চাইতে হইবে)।

৭। ফাতিহা-ই -মুরশিদে আ'লা ঃ

(ক) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ১ বার (পারতপক্ষে ১০১ বার)

(খ) দরূদে পাক–একবার । (পারতপক্ষে ১০১ বার)

(গ) পাক আল্লাহ পাক–ইয়া আমীর– তিনবার। (পারতপক্ষে ৩০৩ বার)

(ঘ) ইয়া আমীর আল্লাহু আকবার (পারতপক্ষে ৩০৩ বার)

(ঙ) দরূদে পাক– একবার। (পারতপক্ষে ১০১ বার)

মুনাজাত ঃ পাক আল্লাহ পাক ইহার সওয়াব আ'লা হযরত মুরশিদে আ'লার পাক বারগাহে হাদিয়া নজর করিলাম। আল্লাহ পাক–আ'লা হযরত জামেউল মারফাতের অছিলায় (নিজের মনের বাসনা পূরণের জন্য দোয়া চাহিতে হইবে।)

৮। সমস্ত উম্মতে মুহাম্মদীর মাগফেরাতের জন্য প্রয়োজনীয় ফাতিহা।

(ক) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম– তিনবার।

(খ) আস্তাগফার (সম্পূর্ণ) পাঁচবার।

(গ) সূরা ফাতিহা বিসমিল্লাহ সহ একবার

(ঘ) সূরা এখলাছ বিসমিল্লাহ সহ তিন বার

(ঙ) ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তায়ীন এগারবার

মুনাজাত ঃ আল্লাহ পাক ইহার সওয়াব আমীরে মারেফাত আলা হযরত – এর পাক বারগাহে হাদিয়া নজর করিলাম। আল্লাহ পাক রাসুলুল্লাহ (সাঃ)–এর অছিলায় ও আমীরে মারেফাত আলা হযরত –এর ছদ্‌কাতে সমস্ত উম্মতে মুহাম্মদীর যাবতীয় গোনাহ মাফ করিয়া দিন। আল্লাহ পাক জামেউল মা'রেফাত আলা হযরত– এর অছিলায় আমার জীবনের যাবতীয় গোনাহ মাফ করিয়া দিন।

৯। তরিকায়ে তাজদীদে বায়েত (গায়েবানা) জীবনে একবার হইতে হইবে।

(ক) সুরা ফাতিহা–বিসমিল্লাহ সহ একবার

(খ) সুরা এখলাস–বিসমিল্লাহ সহ তিনবার

মুনাজাত ঃ পাক আল্লাহ পাক, ইহার সওয়াব পীরানে কেরাম ছিলছিলায়ে আলীয়া নকশ্‌ বন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়ার পাক আরওয়াহে হাদিয়া নজর করিলাম। ইহার পর খেয়াল করিতে হইবে আমি বায়েত হইতেছি এবং নিম্নোক্ত দোয়াগুলি পাঠ করিবে

(ক) " আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালায়িকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রুছুলিহি ওয়াল ইয়াউমিল আখিরি ওয়াল ক্বাদরিহি খাইরিহি ওয়া শাররিহি মিনাল্লাহি তায়ালা ওয়াল বা'ছি বা'দাল মাউত"।

(খ) আস্তাগফার (সম্পূর্ণ) একবার।

(গ) আশ্‌হাদু আল্লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা- শারিকা-লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাছুলুহু। তিনবার।

তারপরে মনে করিতে হইবে যে আমি জামেউল মা'ফাত আলা হযরতের হাতে বায়েত হইয়া গিয়াছি।

কতিপয় আমল

১। বিপদ- আপদ থেকে পরিত্রাণ পাইবার জন্য-

(ক) দরূদে পাক ১ বার।

(খ) লাইলাহা ইল্লা আন্তা ছোবাহানাকা ইন্নি কুন্ত মিনাজ জালেমিন ২৫০ বার

(গ) দরূদে পাক ১ বার

তারপর মুশকীল আছানের জন্য মোনাজাত করিবে।

২। বসতবাড়ী হেফাজত রাখার জন্য এবং চলাফিরার সময় নিরাপদে থাকার জন্য-(যত বেশী সম্ভব পাঠ করবে)

ইয়া আমীর আল্লাহ আকবার।

ফা-আগ শাইনাহুম ফাহুম লা-ইউবৃছিরূন

৩। শত্রু বশ করিবার জন্য-

(ক) (ডান হাতে) কাফ-হা-ইয়া-আইন-ছোয়াদ- কিফাইয়াতুনা

(বাম হাতে) হা-মিম-আইন-ছিন-ক্বাফ-হিমাইয়াতুনা

(খ) ফাছাইয়াকফিকা হুমুল্লাহু ওয়া হুয়াছ্ সামিউল আলিম-১১ বার

৪। যে কোন ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভের জন্য সকালে ১১ বার বিকালে ১১ বার পড়িতে হইবে-

ক্বালু সোবহানাকা লাইলমা লানা ইল্লা মা আল্লামৃতানা ইন্নাকা আন্‌তাল আলীমুল হাকিম ।

৫। হৃদ রোগ আরোগ্যের জন্য -

আলা বিজিকরিল্লাহি তাৎমাইন্নুল কুলুব । (যত বেশী সম্ভব পাঠ করবে)।

৬। চোখের জ্যোতি আরোগ্যের জন্য –

ইয়া নুরু বা–ছির। (যত বেশী সম্ভব পাঠ করবে)

৭। যে কোন ব্যথার জন্য।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম (৩ বার)

আউজুবিল্লাহি কুদরাতি মিন সাররি মা আজিদু ওয়া হাজিরু (৩ বার)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম (৩ বার)

৮। অর্ধাঙ্গ রোগের জন্য –

ইউহ্ ই ওয়া–ইউমিতু। (যত বেশী সম্ভব পাঠ করবে)

খতমে খাজেগানে নক্বশে বন্দিয়া কুদ্দিসা আস্‌রা–রুহুম

১।	বিসমিল্লাহ সহ সুরা ফাতিহা –	৭ বার
২।	দরুদ শরীফ	১০০ বার
৩।	বিসমিল্লাহ সহ সুরা আলাম নাশ্ রাহলাকা	৭৯ বার
৪।	বিছমিল্লাহ সহ সুরা এখলাছ	১০০০ বার
৫।	সুরা ফাতেহা	৭ বার
৬।	দরুদ শরীফ	১০০ বার
৭।	ইয়া ক্বাজিরাল হায়াত	১০০ বার
৮।	ইয়া কাফিয়াল মুহিম্মাত	১০০ বার
৯।	ইয়া দাফিয়াল বালিয়্যাত	১০০ বার
১০।	ইয়া শাফিয়াল আমরাজ	১০০ বার
১১।	ইয়া রাফিয়াদ দারাজাত	১০০ বার
১২।	ইয়া মুজিবাদ্ দায়'ওয়াত	১০০ বার
১৩।	ইয়া আরহামার রাহিমীন	১০০ বার

এই খতম শরীফের সাওয়াব হজরত খাজেগানে নক্বশে বন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়ার আরওয়াহে পাকে হাদিয়া নজর করিবে এবং মনস্কামনার জন্য দোয়া করিবে।

খত্মে হজরত শাহ খাজা মুহাম্মদ মাছুম (রাঃ)

১। দরূদ শরীফ– ১০০ বার

২। লাইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নি কুন্তু মিনাজ জালেমীন ৫০০ বার

৩। দরূদ শরীফ– ১০০ বার

এই খতম শরীফের সাওয়াব হজরত খাজা মুহাম্মদ মাছুম (রাঃ)–এর পাক রূহে হাদিয়া নজর করিবে এবং স্বীয় মনোবাঞ্ছার জন্য দোয়া করিবে।

খত্মে হজরত বাশাহ গোলাম আলী দেহলভী (রাঃ)

১। ইয়া আল্লাহু ইয়া রাহমানু ইয়া রাহিমু ইয়া আরহামার রাহিমীন ছাল্লাল্লাহু আলা খাইরি খালকিহি মুহাম্মদিন্ ৫০০ বার

এই খতম শরীফের সাওয়াব হজরত বাশাহ গোলাম আলী দেহলভী (রাঃ) এর পবিত্র রূহে হাদিয়া নজর করিবে এবং মনোবাঞ্ছার জন্য দোয়া করিবে।

খত্মে হজরত হাজী দোস্ত মুহাম্মদ কান্দাহারী (রাঃ)

১। দরূদ শরীফ– ১০০ বার

২। রাব্বি লাতাজারনি ফারদাও' ওয়া আন্তা খাইরুল ওয়ারিছীন– ৫০০ বার

৩। দরূদ শরীফ– ১০০ বার

এই খতম শরীফের সাওয়াব হজরত হাজী দোস্ত মোহাম্মদ কান্দাহারী (রাহঃ)–এর রূহে পাকে হাদিয়া নজর করিবে এবং মনোবাঞ্ছার জন্য দোয়া করিবে।

খত্মে হজরত খাজা মুহাম্মদ ওসমান (রাঃ)

১। দরূদ শরীফ– ১০০ বার

২। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী ওয়া সুবহানাল্লাহিল আজীম ৫০০ বার

৩। দরূদ শরীফ– ১০০ বার

এই খতম শরীফের সাওয়াব হজরত খাজা মুহাম্মদ ওসমান (রাঃ) এর পাক রূহে হাদিয়া নজর করিবে এবং মনোবাঞ্ছা হাসিলের জন্য দোয়া করিবে।

সুরা ইয়াসিন, সুরা ওয়াকিয়া, সুরা মুলক—এর খাসিয়ত—

যে ব্যক্তি প্রত্যহ সকালে সুরা ইয়াসিন পাঠ করিবে, আল্লাহ পাক তার যাবতীয় প্রয়োজন পুরণ করিবেন। সন্ধ্যায় পাঠ করিলে তাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে।

আর মাগরেবের নামাজের পর সুরা ওয়াকিয়া পাঠ করিলে, কখনও অভাবে নিপতিত হইবে না। আর সুরা মুলক রাত্রে পাঠ করিলে দোজখের আযাব হইতে নিস্তার লাভ করিবে।

মুসিবত ও যাদু ইত্যাদির হাত হইতে নিস্তার লাভের জন্য নিম্নলিখিত যিকির করিতে হইবে।

১। দরূদ শরীফ– ৩ বার
২। সুরা ফাতেহা বিসমিল্লাহ সহ– ৭ বার
৩। আয়াতুল কুরছি– ৭ বার
৪। সুরা কুলইয়া আইয়্যুহাল্ কাফেরুন ৭ বার
৫। সুরা কুলহুয়াল্লাহু আহাদ– ৭ বার
৬। সুরা কুল আউজু বিরাব্বিল ফালাক– ৭ বার
৭। সুরা কুল আউজু বিরাব্বি ন্নাছ– ৭ বার

এগুলো পাঠ করিয়া নিজের উপর দম করবে এবং অন্য রোগীদের উপর দম করিবে। ইনশাআল্লাহ প্রত্যেক প্রকার রোগ ও আফাত থেকে নাজাত পাইবে। বস-বাসের স্থান ও অন্যান্য সীমানায় ও দম করবে। আল্লাহর ফজলে দুঃখ কষ্ট বালা মুসিবত, ফেতনা, ফাসাদ ও খারাবী হইতে মাহ্ফুজ থাকিবে।

কতিপয় ঘোষণা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ঘোষণা নং–১

সকল পীর ভাই ও বোনদিগকে জানান যাইতেছে যে ছাজ্জাদানাশীন কেবলা আকা হুজুরের এজাজতে খান্‌কাহ সিরাজিয়া আলীয়াতে মাদ্রাছা– ই ছিদ্দিকে আকবারের অধীনে পবিত্র কোরআন শরীফ হেফ্‌জ করার একটি শাখা খোলা হইয়াছে। ইহাতে সর্ব প্রথমে কয়েকজন ছাত্রকে কোরআন হেফ্‌জের শ্রেণীতে ভর্তি করা হইয়াছে। তাহাদের শিক্ষা দান ও দেখা শুনার জন্য একজন হাফেজ, মাষ্টার সুপারিন্টেন্‌ডেন্ট, এবং প্রিন্সিপাল নিয়োগ করা হইয়াছে। তাহারা ছাত্রদিগকে হেফ্‌জে কোরআন, অন্যান্য ভাষা ও বিষয় শিক্ষা দান করিতেছেন। এই ছাত্রদের থাকা, খাওয়া ইত্যাদি কাজে যে সকল সহৃদয় ব্যক্তি অংশ গ্রহন করিতে চান, তাহারা যেন সামর্থ অনুসারে নিজ নিজ দেয় অর্থ খামে ভর্তি করিয়া মুখ বন্ধ করতঃ ভাই হান্নানের নিকট জমা দান করেন। খামের উপর "মাদ্রাসার জন্য'' কথাটি লিখা থাকিতে হইবে।

ঘোষণা নং –২

সকল পীর ভাই ও বোনদিগকে আরও অবহিত করা হইতেছে যে, আলা হজরত মুরশিদে আলার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যেন সকল মুরীদানের জন্য একটি গোরস্থান এবং রোগীদের চিকিৎসার জন্য একটি হাসপাতাল ও "আনা–আখেরুনের'' শিক্ষা ব্যবস্থা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আলীফ–মীম–রা বিশ্ববিদ্যালয়'' প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য বিশ পঁচিশ বিঘা জমির প্রয়োজন। বর্তমানে প্রয়োজনীয় জমি অনুসন্ধান করা হইতেছে। যাহারা এই নেক কাজে অংশ গ্রহন করিতে দৃঢ় সংকল্প, তাহারা যেন নিজেদের সামর্থ অনুসারে প্রদত্ত অর্থ খামে ভর্তি করিয়া মুখ বন্ধ করতঃ ভাই হান্নানের নিকট জমাদান করেন এবং খামের উপর 'কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য' কথাটি লিখিয়া দেন।

সকল অবস্থাতে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই সকল নেক কাজ শুধু মাত্র পাক আল্লাহ পাকের রেজামন্দির জন্যই সাধিত হইতে হইবে এবং সুনাম, সুফল,

খ্যাতি, অহমিকা ও অহংকারের সংস্পর্শ হইতে সর্বোতভাবে মুক্ত ও পবিত্র থাকিতে হইবে।

ঘোষণা নং—৩

আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানীতে খানকায়ে সিরাজিয়া গত ১১ই মার্চ, ১৯৮৩ তারিখ হইতে অভিজ্ঞ এম, বি, বি, এস, ডাঃ কামরুল হুদা সাহেবের সহযোগিতায় এলোপ্যাথিক চিকিৎসারও ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইয়াছে। প্রত্যহ বেলা ১২টা হইতে ১টা পর্যন্ত রোগী দেখিয়া ব্যবস্থা পত্র প্রদান করা হয়। দরিদ্র রোগীদের বিনা মুল্যে সম্ভাব্য চিকিৎসা ও ঔষধপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। খানকা শরীফের ভক্ত ভাই বোনদের এই সুবিধাদির সদ্ব্যবহারের জন্য জ্ঞাত করা যাইতেছে।

ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহনের গুরুত্ব

আল্লাহ পাকের আমানত ছেলেমেয়েদিগকে ধর্মীয় শিক্ষা দান করা প্রত্যেক মাতাপিতার অবশ্য কর্তব্য। ছেলেমেয়েরা যেন শৈশব হইতেই আল্লাহ ও তাঁহার রাসুলের পরিচয় লাভ করিতে সমর্থ হয় ও কোরান শরীফ পাঠ, ঈমান, নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করিয়া ধর্মীয় জীবন যাত্রার ভিতর দিয়া চলিতে পারে তৎপ্রতি সকল মুসলমানের সতর্ক দৃষ্টি রাখা নেহায়েত দরকার।

ধর্মীয় শিক্ষাকে বাদ দিয়া কেবল বৈষয়িক শিক্ষার প্রতি অনুরাগ প্রবণতা বর্তমানে ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছে। ফলে ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে যে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হইতেছে তাহা পরবর্তীকালে পরিপূরণ হওয়া সুদূরপরাহত। ইহার জন্য মাতাপিতাকে অবশ্যই আল্লাহ পাকের নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে এবং কৃত অপরাধের ফল ভোগ করিতে হইবে। তাই মুসলমান ভাই ও বোনদের প্রতি অনুরোধ করা হইতেছে তাহারা যেন ছেলেমেয়েদিগকে ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি অনুপ্রাণিত করেন এবং ধর্মীয় জীবন যাত্রার সুষ্ঠু পরিবেশ গড়িয়া তোলেন।

১। নবী করীম (সাঃ)—এর আহ্ওয়াল

আমাদের জন্য রবিউল আউয়্যালের মাস চিন্তা ও আনন্দের মাস। কেননা- এই মাসে নবী করীম (সাঃ) এর আগমন ও তিরোধান সাধিত হইয়াছে।

এই মাসে তিনি প্রথমে মাখলুকে মুহাম্মাদ হিসেবে আবির্ভূত হন। তার পর তিনি লাইলাহা ইল্লাল্লাহু নুর মিন্ নুরিল্লাহ্ হইতে জাবালে নুরে মুহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ রূপে বিভূষিত হন এবং পৃথিবীতে তিনি পয়গাম্বর হিসেবে বরিত হন।

তারপর তাঁর মেরাজ হয়। তিনি মেরাজে গমন করিলেন। তাঁর মেরাজ আনামীন নূর ইয়াল্লাহ হতে বিছমে আল্লাহ কুন মাকামে পরিপূর্ণ হইল - যেখানে কোন ফেরেস্তা গমন করিতে পারে না।

আল্লাহ তা'লা প্রিয় হাবীবকে আস্সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু বলিয়া শুভাগমন বার্তা জানাইলেন।

মেরাজের সময় নামাজ কায়েম করা ও যাকাত আদায় করার নির্দেশ মাখ্লুকে মুহাম্মদ (সাঃ) কে দেওয়া হইল, এবং আল্লাহ তা'লা প্রিয় হাবীবকে বিসমিল্লাহি ওয়াছ সালামু আলা রাসুলিল্লাহ বলিয়া বিদায় সম্ভাষনা জানাইলেন।

মেরাজ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি স্বয়ং সালাত কায়েম করেন ও যাকাত আদায় করেন। তারপর মানুষের মাঝে নিজ রেছালতের ঘোষণা জারী করেন এবং সমস্ত মাখলুকাতের সামনে আল্লাহর হাম্দ ও ছানা বলন্দ করেন। ইসলাম আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় ধর্ম। মানুষকে তিনি ইসলাম কবুল করার দাওয়াত দেন। যারা ইসলাম কবুল করিল তারা এমন মজবুত রশি ধারণ করিল যা তাদেরকে আল্লাহর সন্নিধ্যানে পৌছাইতে পারে।

এমনি করিয়া তিনি নামাজ কায়েম করা ও যাকাত আদায় করার নির্দেশ জারী করেন এবং আল্লাহর মনোনীত ধর্মের উপর ঈমান আনয়নের দাওয়াত পেশ করেন।

তিনি ঘোষনা করেন, আল্লাহ পাক আল্লাহ, তাঁহাকে মানিতে হইবে, আল্লাহর কোরান মজিদ সত্য, ইহার উপর একীন আনিতে হইবে। ইসলাম

আমানতদারী ও দিয়ানতদারীর উপর প্রতিষ্ঠিত। এজন্য আমানতদারী ও দিয়ানতদারীকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

সৃষ্টজগত আল্লাহর আমানত। এজন্য কাহাকেও খারাপ ভাবিতে নাই। সকলের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিবে। পুন্য কর্মের আগ্রহ প্রকাশ করিবে এবং মন্দ কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। গরীব অবস্থায়ও দুঃস্থদের সাহায্য করিবে। মিথ্যা কথা বলিবে না, ঘুষ দেওয়া ও লওয়া উভয়টাই নিষিদ্ধ। সুদ লওয়া এবং দেওয়া উভয়ই নিষিদ্ধ। আল্লাহকে ভয় করিবে। সর্বদা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রেজামন্দি লাভের প্রত্যাশা করিবে। কেননা আল্লাহর নিকট সকলকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। আল্লাহ সকলের রক্ষক ও হেফাজতকারী। সবকিছু আল্লাহর কাছে চাহিবে। আল্লাহ সকলের প্রার্থনা কবুলকারী ও শ্রবণকারী। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াময়, ইহাই ইসলামের সঠিক পথ।

নবী পাক (সাঃ) এভাবে আল্লাহর দীনকে প্রচার করিতে গিয়া স্বীয় সত্তাকে এমনকি পরিজনকেও আল্লাহর পথে কোরবাণী করিয়াছন। নবী পাক (সাঃ) এর পর খোলাফায়ে রাশেদীন ও সুন্নাতুন মিনাল আখেরীন আওলীয়ায়ে কেরাম ও বিশিষ্ট বুযুর্গদের উপর এই দায়িত্ব অর্পিত হয়। যা এখন পর্যন্ত লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহর উপর প্রতিষ্ঠিত।

অতঃপর কালীলুম মিনাল আখেরীন এ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর প্রকাশ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে। এই খেলা কিভাবে পরিসমাপ্ত হবে তা আল্লাহ পাকই ভালো জানেন। আর কাহারও জানার কথা নয়। কুরআন মজিদের উপর একিন করিবে ও নবী করীম (সাঃ) এর উপর ঈমান আনিবে। তিনি সর্বশেষ নবী। তিনি দু'জাহানের বাদশাহ। তিনি জিন ও ইনসানের সর্দার! এমনকি আরব আজমের ও । এবং আমাদের নবী করীম (সাঃ) আল্লাহর প্রিয় হাবীব , যিনি পুন্য কর্মের নির্দেশ দিতেন এবং মন্দ কাজ হইতে বিরত থাকার হুকুম করিতেন।

তিনি আল্লাহর প্রিয় হাবীব। যার শাফায়াত দুনিয়া এবং আখেরাতের সকল দুঃসময়ে কবুল করা হয়। তিনি ছিলেন সুদর্শন ও সচ্চরিত্রবান। তিনি সকল নবী অপেক্ষা উত্তম ছিলেন। সকল নবী রাসুলকে প্রদত্ত নেয়ামতের অধিকারী তিনি একক ভাবে ছিলেন।

আল্লাহ পাক তাঁর কোন শরীক পয়দা করেন নাই, যে তাঁর সৌন্দর্য ও মহীমায় প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে। তাঁর মর্যাদা ও বলন্দির কোন শেষ সীমা নেই। কেবল আল্লাহর সাথে শরীক করিও না। যত পার তাঁর ফযিলত বর্ণনা কর।

আমরা আল্লাহর প্রসংসা করি যিনি আমাদের প্রতি একজন রাসুল প্রেরণ করিয়াছেন। যিনি আরবী, হাশেমী, মক্কী, মাদানী সর্দার, বিশ্বাসী সত্য খবরদাতা, তিনি ছিলেন কোরাইশী।

আল্লাহ পাক তার উপর ও তাঁর পরিবার পরিজনদের উপর, সাহাবীদের উপর রহমত নাজেল করুণ। এবং তাঁদের সদকাতে আমাদের গোনাহ সমুহ ক্ষমা করুণ। আমীন।

২। নবী করীম (ছাঃ) এর আহ্ওয়াল

পাক আল্লাহ পাক স্বীয় ইচ্ছা অনুযায়ী সৃষ্ট জগতে সুরতে মুহাম্মাদ (সাঃ) এর দ্বারা আপনার হাম্‌দ ও ছানা সমুজ্জল করিয়াছেন। মুহাম্মাদ (ছাঃ) সারা পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের হাম্‌দ ও ছানার তাকবীর বলন্দ করিয়াছেন। এবং স্বীয় সত্ত্বা ও পরিবার পরিজনদের সত্ত্বাকে আল্লাহ পাকের রেজামন্দির জন্য উৎসর্গ করিয়াছেন।

হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) সৃষ্ট জগতে যে সকল কথা বার্তা বলিয়াছেন, তাহা সবই ছিল আল্লাহ পাক ও পবিত্র কোরান মজীদের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনায় পরিপূর্ন। ইহা ছাড়া তিনি কোন কথাই বলেন নাই। পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হইয়াছে, হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) স্বেচ্ছায় কিছুই বলেন নাই বরং যাহা তাঁহার নিকট নাযিল হইত তাহাই তিনি বলিতেন।

হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বর্ণিত সকল কথা বিশ্বাস করিতে হইবে এবং অনুধাবন করিতে হইবে এবং এই কথার উপর ঈমান আনিতে হইবে যে আল্লাহ পাক আল্লাহ এবং তাঁহার রাসুল প্রকৃতই রাসুল। আল্লাহর কোরান সত্য। ইহাই মানব জাতীর সত্যিকার পথ। পবিত্র কোরানে ঘোষণা করা হইয়াছে- অবশ্যই আল্লাহর নিকট মকবুল ধর্ম হইল ইসলাম। পবিত্র কোরানে আরও ঘোষণা করা হইয়াছে, আল্লাহর রাসুল তোমাদের সন্মুখে যাহা উপস্থাপন করিয়াছেন তাহা

দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং তাহার নিষেধকৃত অবস্থা হইতে সম্পূর্নরূপে দূরে থাক।

আমাদের সকলকে আল্লাহ পাকের নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। বর্তমানে আমরা যে পথ অবলম্বন করিয়াছি তাহা ভ্রান্তির পথ, ধ্বংস ও বিনাশ হওয়ার পথ। ইহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। বেশী করিয়া তওবা করিতে হইবে। আল্লাহ পাকের নিকট গোনাহ এর মাগফেরাত কামনা করিতে হইবে এবং তাঁহারই নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিবে। কেননা আল্লাহ পাক সকলের হেফাজত-কারী ও সাহায্যকারী। আমানতদারী ও দিয়ানত দারী প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। কেননা সমগ্র সৃষ্ট জগত আল্লাহ পাকের আমানত।

পবিত্র কোরানে ঘোষণা করা হইয়াছে, অবশ্যই আমাদিগকে আল্লাহ পাকের নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। কোরান শরীফে আরও ঘোষণা করা হইয়াছে, তোমরা আল্লাহ পাকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, কেননা তিনি বড়ই মেহেরবান ও ক্ষমাশীল

ইসলামের মৌলিক কানুন আমানতদারীর ও দিয়ানতদারীর উপর প্রতিষ্ঠিত। যাহাকে ইহলৌকিক বা পরলৌকিক যে কোন কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাহার উচিৎ উহা সুষ্ঠুভাবে পালন করা। পবিত্র কোরানে ঘোষণা করা হইয়াছে, তোমরা আমানতদারীর দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে আদায় কর। আরও ঘোষণা করা হইয়াছে, রোজ কেয়ামতে তোমাদিগকে প্রদত্ত নিয়ামতের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে।

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের তৌফিক দান করুন এবং আমাদিগকে আশ্রয় দান করুন, আমীন।

সৌজন্যে ঃ আব্দুল মান্নান তালুকদার কর্ত্তৃক
ইউনিক প্রিন্টার্স, ৬৩ গ্রীণ রোড,
ঢাকা-১২০৫. হইতে মুদ্রিত।